সমকাল

তারিখ ... 22 APR 2017 ...
পৃষ্ঠা ১ ... কলাম ৫ ...

সবার দাবি বিশ্ববিদ্যালয়

■ রাশেদ মেহেদী ও হাসানুজ্জামান,
ফরিদপুর থেকে ফিরে

পাকিস্তান আমলে ১৯৪৮ সালের ৮ এপ্রিল মন্ত্রী হবীবুল্লাহ বাহার বাংলা ভাষায় আরবি হরফ প্রবর্তনের সুপারিশ করেন। একই বছর ২৭ ডিসেম্বর করাচিতে অনুষ্ঠিত শিক্ষা সম্মেলনে তখনকার শিক্ষামন্ত্রী ফজলুর রহমানও 'ইসলামী আদর্শের স্বার্থে' বাংলা ভাষার জন্য আরবি হরফ গ্রহণের কথা বলেন। এ চক্রান্ত প্রতিরোধ পর্বের অন্যতম কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল ফরিদপুর। ১৯৫০ সালের ৩১ জানুয়ারি এক শিক্ষা সম্মেলনের সভাপতিত্ব করতে গিয়ে জ্ঞানতাপস ও ভাষাবিদ ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ফরিদপুর প্রদর্শনীমঞ্চে তখনকার শিক্ষামন্ত্রী আবদুল হামিদের উপস্থিতিতেই ঘোষণা করেন, বাঙালিরা আরবিতে বাংলা অক্ষর লিখবে না। তার এ বক্তব্যে ফরিদপুরের রাজেন্দ্র কলেজের শিক্ষার্থীদের মাতৃভাষার আন্দোলন আরও জোরদার হয়ে ওঠে। শুধু ভাষা আন্দোলন নয়, ১৯৬২ সালের শিক্ষা আন্দোলনেও রাজেন্দ্র কলেজের শিক্ষার্থীরা ছিলেন অগ্রভাগে। এসব এখন ইতিহাস হলেও অনেকের স্মৃতিতে এখনও তা জ্বলজ্বল করছে।

তার পর দেশ স্বাধীন হয়েছে, কিন্তু ফরিদপুরের শিক্ষাক্ষেত্র এখনও সেই রাজেন্দ্র কলেজেই আটকে আছে। বাঙালির শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের গৌরবময় পর্বের অংশীদার ও উত্তরাধিকার এ অঞ্চলে একটি পূর্ণাঙ্গ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ও গড়ে ওঠেনি। যদিও সবারই প্রত্যাশা, এখানে একটি বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠবে। জ্ঞানচর্চা ও গবেষণার ভিত আরও মজবুত হবে তাতে। শহর এবং শহরের বাইরে ভালো কয়েকটি স্কুল থাকলেও কলেজ পর্যায়ে উন্নত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান না থাকায় মাধ্যমিকের পরই জেলার বাইরে ঢাকা কিংবা অন্যখানে ছুটতে হয় এখানকার অভিভাবক ও শিক্ষার্থীদের। বিশ্ববিদ্যালয় ■ পৃষ্ঠা ১৩ : কলাম ৪

সবার দাবি বিশ্ববিদ্যালয়

[প্রথম পৃষ্ঠার পর]

চেয়েও না পেয়ে হতাশ অনেকে বলেন, 'ভার্সিটি দূরে থাক, এখানে একটি ক্যাডেট কলেজও গড়ে ওঠেনি!'

এখন পর্যন্ত ফরিদপুরের সবচেয়ে বড় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সরকারি রাজেন্দ্র কলেজ। ১৯১৮ সালে প্রতিষ্ঠিত শতবর্ষী এ কলেজ শুধু ফরিদপুর নয়, দক্ষিণাঞ্চলের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ হিসেবে সুপরিচিত। কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক মোশাররফ আলী জানালেন, শহর ও শহরের বাইরে দুটি বড় ক্যাম্পাস নিয়ে ফরিদপুরসহ আশপাশের জেলাগুলোর শিক্ষার্থীদের উচ্চ শিক্ষার চাহিদা পূরণ করে চলেছে কলেজটি। বর্তমানে এখানে ৩০ হাজারের বেশি শিক্ষার্থী রয়েছে। রয়েছে ১৪টি বিষয়ে প্রিলিমিনারিসহ ২০ বিষয়ে অনার্স-মাস্টার্স পড়ার সুবিধা। এ অঞ্চলে নারীশিক্ষা প্রসারে ভূমিকা রাখছে সরকারি সারদা সুন্দরী মহিলা কলেজ। ১৯৬৬ সালে প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটিতে বর্তমানে শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় ছয় হাজার। এ ছাড়া এখানকার অন্যতম উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ। অবশ্য তীব্র প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে বছরে এখানে প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হতে পারে মাত্র ১১৫ জন।

জেলা প্রশাসন কার্যালয়ের তথ্যমতে, এ জেলায় রয়েছে ১১টি সরকারি ও ২০টি বেসরকারি কলেজ, ছয়টি সরকারি ও ১৯০টি বেসরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, ৫৩টি জুনিয়র হাই স্কুল, ৩২টি দাখিল, ১০টি আলিয়া, নয়টি ফাজিল, একটি কামিল, ৮৭টি বেসরকারি ইবতেদায়ি মাদ্রাসা, ৯৯৩টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং পাঁচ শতাধিক কিন্ডারগার্টেন বা কেজি স্কুল। এ ছাড়া এখানে রয়েছে একটি সরকারি ও একটি বেসরকারি মেডিকেল কলেজ, টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, সরকারি কমার্শিয়াল কলেজ, পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, কৃষি ইনস্টিটিউট, প্রাইমারি ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টার, হোমিওপ্যাথি মেডিকেল কলেজ, মূক ও বধির বিদ্যালয়, মেরিন ইনস্টিটিউট, সরকারি ও বেসরকারি একাধিক নার্সিং ট্রেনিং ইনস্টিটিউট এবং ম্যাটস।

সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো মোটামুটি চললেও বেসরকারিগুলোর পরিচালনা নিয়ে অনেকের কাছেই শোনা গেল নানা অভিযোগ। যেমন, দীর্ঘদিন ধরে নিয়মিত অধ্যক্ষ নেই আবদুল খালেক কলেজ, গেরদা ইসলামী একাডেমি টেকনিক্যাল কলেজ ও ফরিদপুর মহাবিদ্যালয়ে। ভারপ্রাপ্তদের দিয়ে বছরের পর বছর চলছে এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম। ফরিদপুর সিটি কলেজ ও ফরিদপুর মহাবিদ্যালয় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অধিভুক্তি পেলেও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কোড নম্বর না পাওয়ায় কলেজ দুটিতে প্রয়োজন অনুসারে জনবল নিয়োগ করা যাচ্ছে না।

কয়েকজন অভিভাবক অভিযোগ করলেন, শহরের আবাসিক এলাকাগুলোতে ফ্ল্যাটবাড়ি ভাড়া নিয়ে চালানো হচ্ছে কোচিং সেন্টারসহ বেশ কয়েকটি কিন্ডারগার্টেন স্কুল। এসব প্রতিষ্ঠানের সামনে বা আশপাশে শিশুদের খেলাধুলার এমনকি নিরাপদে হাঁটাচলার মতো পরিসর নেই। তা ছাড়া অপ্রয়োজনীয় অতিরিক্ত বই কিনতে বাধ্য করা হচ্ছে অভিভাবকদের। এসব নিয়ে কোনো কথা বলতে গেলে হয়রানির শিকার হতে হয় তাদের। শিশুদের শারীরিক শাস্তি দেওয়া দণ্ডনীয় অপরাধ হলেও এসব প্রতিষ্ঠানে হরহামেশাই তাদের গায়ে হাত তোলা হয় বলে অভিযোগ একাধিক অভিভাবকের। এ ব্যাপারে স্থানীয় প্রি-ক্যাডেট ও কিন্ডারগার্টেন ফাউন্ডেশনের সাধারণ সম্পাদক নুরুল হাবিব মিয়া বলেন, 'শিক্ষার্থীদের যোগ্য করে গড়ে তুলতে বাড়তি বই দেওয়া হয় ঠিকই, তবে শিশু শিক্ষার্থীদের শারীরিক শাস্তি দেওয়ার অভিযোগ ঠিক নয়। এ নিয়ে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ পাওয়া গেলে নিশ্চয়ই ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

ফরিদপুরের দুটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ফরিদপুর জিলা স্কুল ও ফরিদপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের ব্যাপারেও অভিভাবকদের রয়েছে অনেক অভিযোগ। সরকারি এ প্রতিষ্ঠান দুটিতে জেলার সেরা মেধাবী শিক্ষার্থীরাই পড়ার সুযোগ পায়। তবু গুটিকয় শিক্ষক-শিক্ষার্থীকে নিজেদের কাছে প্রাইভেট পড়তে বাধ্য করা হয়। নাম প্রকাশ না করার শর্তে এ অভিভাবকরা জানান, ইংরেজি, গণিত ও বিজ্ঞান বিষয়ের শিক্ষকরা এমনকি সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের শরীরচর্চা শিক্ষক পর্যন্ত তাদের নির্ধারিত কোচিং বা প্রাইভেট পড়তে বাধ্য করেন শিক্ষার্থীদের। প্রতিষ্ঠান দুটিতে নিয়মিত ক্লাস হয় না বলেও অভিযোগ করেন তারা।

এ প্রসঙ্গে সংস্কৃতিকর্মী বেলায়েত হোসেন বলেন, 'এ স্কুল দুটিতে নিম্ন ও মধ্যম আয়ের পরিবারের সন্তানরাও লেখাপড়া করে। শিক্ষার্থীদের এভাবে সবগুলো বিষয়ে প্রাইভেট কোচিং করতে বাধ্য করায় স্বল্প আয়ের অভিভাবকরা হিমশিম খাচ্ছেন। প্রাইভেট কোচিং না করলে সন্তানদের পরীক্ষায় ফেল করিয়ে দেওয়া হবে– এ আতঙ্কে অভিভাবকরা মুখ বুজে সব সহ্য করছেন।

তবে ফরিদপুর জিলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক মণি মোহন বিশ্বাস এবং সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বেলা রানী সরকার সমকালকে বলেন, 'প্রাইভেট কোচিং করতে কাউকে বাধ্য করা হয় না। তবে কাউকে বাধ্য করা হয়েছে এমন সুনির্দিষ্ট অভিযোগ এলে অবশ্যই সে শিক্ষকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।' শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দুটির ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি ও ফরিদপুরের জেলা প্রশাসক উম্মে সালমা তানজিয়া জানান, সরকারের জারি করা প্রজ্ঞাপন মেনে কোচিং সেন্টার চালাতে হবে। কোনো প্রতিষ্ঠানে চাকরিরত শিক্ষক কোচিং সেন্টারে যুক্ত থাকতে পারবেন না। স্কুল চলাকালে কোচিং বা প্রাইভেট পড়ানো যাবে না। এসব নিয়ম ভঙ্গ করলে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

সচেতন নাগরিক কমিটি, ফরিদপুরের সভাপতি রমেন্দ্রনাথ রায় কর্মকার ফরিদপুরের শিক্ষা ব্যবস্থায় বিশেষায়িত ও উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অভাব রয়েছে বলে জানান। তিনি বলেন, 'মাত্র দুটি সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের ওপর নির্ভর করায় মেধাবী শিক্ষার্থীদের অভিভাবকরা সিট সংকটে দিশেহারা হয়ে পড়েছেন। মানসম্মত ক্যাডেট কলেজ থাকলে মাধ্যমিক পর্যায় থেকেই স্থানীয় শিক্ষার্থীরা উন্নত শিক্ষার সুযোগ পেত।'

শহরের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অধ্যাপক আলতাফ হোসেন বলেন, 'উচ্চ শিক্ষার প্রয়োজনে একটি পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রত্যাশা ফরিদপুরবাসীর দীর্ঘদিনের। উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা শেষ করেই এ অঞ্চলের শিক্ষার্থীদের জেলার বাইরে ছুটতে হয়।' তিনি বলেন, 'এখানে বিশ্ববিদ্যালয় হলে আশপাশের জেলাগুলোর শিক্ষার্থীদের উচ্চ শিক্ষার পথও সহজ হবে।'